দৈনিক খবর
তারিখ 28 AUG 1995
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে অসুস্থ রাজনীতি ঃ কেমন আছেন আমাদের শিক্ষক সমাজ?

● সরদার মুশারফ হোসেন ●

সম্প্রতি দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় দৈনিকে বড় বড় হেডলাইনে প্রকাশঃ ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত অভি ও গুড্ডুর অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে ১৭ বছর কারাদন্ড হয়েছে। গোলাম ফারুক অভি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এক প্রচন্ডতম শক্তিধর নেতা; বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 'খালেদা জিয়ার মনোবল' নামেই ছিল তার খ্যাতি। গোলাম ফারুক অভি হঠাৎ করে রাজনীতিতে কোনভাবে ছিটকে আসেননি; মেধাবী ছাত্র হিসেবেই তার ছাত্র রাজনীতির অঙ্গনে অনুপ্রবেশ বলা যায়। '৭৫-এর পর ছাত্র সমাজকে রঙিন চশমা পরাবার নিমিত্তে বর্ণিল ছাত্র জীবনকে আরো আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়া ছাত্রদের কাঁধে চড়ার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে বুড়িগঙ্গায় নৌবিহার এবং হিজবুল বাহার (হজ্বের জাহাজ)-এ চড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে বিসমিল্লাহ্‌র আদলে সেদিন নাচ-গানের আয়োজন করেন এবং তারুণ্যকে উজ্জীবিত করার নানান পন্থা আবিষ্কার করেন। গোলাম ফারুক অভি এক মেধাবী তরুণ। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের কারণেই তিনি প্রেসিডেন্টের নজরে আসেন। প্রেসিডেন্টের শিক্ষা পুরস্কার নিতে গিয়েই তার পরিচয় ঘটে জিয়ার সাথে। সহাস্যে প্রেসিডেন্ট জিয়া সেই তরুণ মেধাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে বলেন- 'তুমি রাজনীতি কর- ভাল করবে।' সেই থেকে অভির অভিযাত্রা। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট তাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। সামরিক বাহিনী থেকে আগত প্রেসিডেন্ট, চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, বন্দুকের নল যার ক্ষমতার উৎস- তিনি যখন আহ্বান করেন ১৬-২০ বছরের কোন তরুণকে রাজনীতির পথে- তা কি কম গৌরবের কথা! সেই গৌরবের পথে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে গোলাম ফারুক অভির রাজনীতির পথে ঐ যে অভিযাত্রা তা আর থেমে থাকেনি। অভিদের হাতে আজ আধুনিক মরণাস্ত্র, অভিরা আজ সন্ত্রাসী, অভিরা সন্ত্রাস দমন আইনে অভিযুক্ত, অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে তার ১৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড। কিন্তু অভি তো কোন কুপরিবেশ থেকে রাজনীতিতে আসেনি- সেতো তার তারুণ্য, তার মেধার পরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্য দেখিয়ে বই-খাতা-কলম হাতে রাজনীতিতে এসেছিল। তার হাতে তো কোন অস্ত্র ছিল না, সেতো মানুষ হত্যার প্রশিক্ষণ পায়নি, চাঁদাবাজির তো কোন প্রয়োজন ছিল না তার, অবৈধ অস্ত্র তো তার হাতে যাওয়ার কথা নয়। সেতো দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তির আহ্বানে এসেছে রাজনীতির পথে-তার তো অস্ত্রের কোন কারখানা ছিল না, সে অস্ত্র উৎপাদনও করে না। তবে কে বা কারা তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে? সেই অস্ত্র সরবরাহকারীদের কি-ইবা শাস্তি হয়েছে সে প্রশ্ন জনগণের মধ্যে অবশ্যই কৌতূহল সৃষ্টির কারণ হতে পারে। মেধাবী তরুণ অভি-তার ছাত্রজীবন অবশ্য বর্ণাঢ্য, বর্ণিল স্বপ্নে সুন্দর জীবন গড়ার স্বপ্ন তার ছিল- এসএসসি এবং এইচএসসি'র গৌরবময় ফলাফল পরবর্তী জীবনে ধরে রাখতে পারলে তার জীবন হতো অন্যরকম; তার সেই মেধাকে কাজে লাগিয়ে দেশ-জাতি-সমাজকে সে অনেককিছুই দিতে পারতো। তা হয়নি, কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে কাটছে তার দুঃসহ জীবন। তার আজকের পরিচয় মেধাবী ছাত্র নয়, তার আজকের একমাত্র পরিচয় সে সন্ত্রাসবাদী, সে চাঁদাবাজ, সে অবৈধ অস্ত্রধারী, খুনী, সে ১৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য তার এটা ছিল না, তার লক্ষ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এক মানুষ হবার শিক্ষা গ্রহণ করা। কে তাকে এ পথে টেনে এনেছে, কারা এখনও অভি-গুড্ডুদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের রাজনৈতিক হীনস্বার্থ চরিতার্থ করছে- ধরাছোঁয়ার বাইরে অন্তরালের সেই নাটের গুরুদের তো কিছুই হচ্ছে না। বরং ইমদু, অভি, ইলিয়াস আলীরা ততক্ষণ পর্দার অন্তরালের সেই মহারথীদের হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করছে ততক্ষণ তাদের কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু যখনই বিচার-বিশ্লেষণ মাথায় ঢুকছে, যখনই অন্ধ অনুকরণের বাইরে কিছু করতে যাচ্ছে তখনই তারা দলচ্যুত হচ্ছে- জেল-জুলুম-হুলিয়া নেমে আসছে। অভি-ইলিয়াস, গুড্ডু জেলখানায়। কিন্তু এখনওকি হাজার হাজার অভি-ইলিয়াস-গুড্ডুর কাজ বন্ধ হয়ে আছে? নেই। সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের ছত্রচ্ছায়ায় প্রশাসনকে দলীয়করণ করে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ চলছে সর্বাত্মক সন্ত্রাস। বিশেষ ছাত্র সংগঠনে নাম লিখিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রাবাসগুলো আজ মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়েছে। দেশের অর্ধেকেরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ তালা ঝুলছে। মারামারি-হানাহানি, দলীয়-উপদলীয় কোন্দলের জের এসে আঘাত হানছে সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, শিল্প কারখানা এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলীর উপর। সম্প্রতি বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী ছাত্র সংগঠনের উপদলীয় কোন্দলের শিকার হয়েছেন শিক্ষক সমাজ। রাজধানীর বদরুন্নেসা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষার ঘরবাড়ী, গেট এবং বাড়ীর ভিতর ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং অধ্যক্ষকে পর্যন্ত অপমান করতে ছাড়েনি বিশেষ সংগঠনের ঐ মুখচেনা মহল। প্রকাশ, বদরুন্নেসা কলেজে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কমিটি গঠন নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। ভিপি এবং জিএস-এর মধ্যে উপদলীয় সংঘাতের ফলে আজ কলেজের অধ্যক্ষার এই করুণ পরিণতি। গোলযোগের কারণে অভিভাবকরা ছাত্রাবাস থেকে তাদের মেয়েদেরকে অন্যত্র সরিয়েনিয়েছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। শিক্ষক সমিতির অভিযোগে জানা গেছে, ছাত্রদলের জনৈক নেতা ব্যাংকের চেক জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করায় সিন্ডিকেটের সভায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু ছাত্রদলের ঐ নেতা দলীয় কর্মীদের নিয়ে শিক্ষক সমিতির সদস্যদের উপর হামলা করে কয়েকজনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। শিক্ষক সমিতি হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তিদানের জন্য বার বার আহবান করেও কোন ফল পায়নি। শেষ পর্যন্ত তারা বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভয়াবহ এবং নৃশংসতম অবস্থার বর্ণনা করে নেত্রীর কাছে এর সমাধানের জন্য সহযোগিতা কামনা করেন। আরো আশ্চর্য ব্যাপার, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা গ্রহণ করা হয়নি এবং উল্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের দশজন শিক্ষকের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গত ২১শে আগস্ট শনিবার শিক্ষক সমিতি এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান অচলাবস্থার বিরাজমান অচলাবস্থার নিরসনে সরকারী উদাসীনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সরকার মোটেই আন্তরিক নয়। নিজ দলের সন্ত্রাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ও তার মন্ত্রীবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বার বার হস্তক্ষেপ করছেন, যার কারণে সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত ২৯শে জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাবে আয়োজিত শিক্ষকদের ঐ সভায় ১০ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলা হয়, যদি সন্ত্রাসী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় একজন শিক্ষককেও গ্রেফতার করা হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক একযোগে কারাবরণ করবেন। তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবীকরেন।

এই সরকারের আমলে শিক্ষক লাঞ্ছনার খবর নতুন নয়। শিক্ষকবৃন্দ জ্ঞানের আলো হাতে নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে জ্ঞান বিতরণ করবেন; জাতি গঠনের কারিগর হিসেবে, মানুষ গড়ার সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু আজ তাঁরা নিজেদের সন্তানতুল্য ছাত্রদের ভয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। যেখানেই সরকারী ছাত্র সংগঠন এবং বিশেষ মহলের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে সেখানেই শিক্ষক সমাজের উপর নেমে আসছে নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অপমান, অপদস্ত হবার মতো দুঃসহ যন্ত্রণা। কিছুদিন পূর্বে বরিশাল বিএম কলেজে নির্বাচনে হেরে গিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা অধ্যক্ষ হানিফের হাত-পা ভেঙ্গে দেয়। বেচারা সারাজীবন শিক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন, মানুষ গড়ার আলয়ে অভাব-যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়াই করে সৎসাহসিকতার সাথে জীবন নির্বাহ করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে স্বয়ং প্রেসিডেন্টেরই বাড়ীর কাছের কলেজ থেকে অবসর নেবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পুরস্কার পেলেন ছাত্রদের লাঞ্ছনা। অধ্যক্ষ হানিফ এখন কেমন আছেন, কোথায় কিভাবে জীবনযাপন করছেন সে খবর কারো রাখার কথা নয়। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তাঁর গর্ব চূর্ণ হয়ে গেছে, চুরমার হয়ে গেছে তাঁর সকল অহংকার। হয়তো বাকী জীবনটা তিনি এই দুঃসহ জীবনের গ্লানি ভুলতে না পারার বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকবেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা। সরকারের ছাত্র সংগঠন এবং তার সরকার গঠনে সহযোগী জামায়াতের ছোট ভাই ছাত্র শিবিরের মধ্যে এখন তুমুল আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ চলছে। প্রশাসন, থানা, পুলিশের নাকের ডগায় দু'দলের অস্ত্র মহড়া চলছে। কেউ গ্রেফতার হচ্ছে না, কারো বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা চলছে না। কারণ, সেখানে ছাত্রদলের কোন বহিষ্কৃত নেতা নেই। সেখানে জামায়াত-শিবির থেকে বহিষ্কৃত কোন নেতা-কর্মী নেই। সেখানেও শিক্ষকবৃন্দ লাঞ্ছিত হয়েছেন। শিক্ষক সমিতি বার বার বিবৃতি দিয়েও ফল পাননি। সেখানে প্রতিবাদী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা মামলা দিয়ে লোক দেখানো নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যে কথা বলছিলাম- শিক্ষাঙ্গন এখন মিনি ক্যান্টনমেন্ট, হাজার হাজার অভি-ইলিয়াস-গুড্ডুর সেখানে বসবাস। শিক্ষাঙ্গন মানেই হচ্ছে এখন অন্ধকারের রাজত্ব, এর পাশ দিয়ে পথচারী যায় ভয়ে, গা ছম ছম করে গরীব রিক্সাওয়ালার, সেখানে আছে ছিনতাইয়ের ভয়, অপমান আর লাঞ্ছনার আশংকা। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে দেশের শিক্ষক সমাজ সার্বক্ষণিক এই নৈরাজ্যের মধ্যে কেমন আছেন- কিভাবে আছেন। কেমন করে থাকেন তাঁরা এই ভৌতিক পরিবেশে।